২

চারদিকে ভালোবাসার দুর্গ

পবিত্র সরকার

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কয়েকটি বই পড়ে মনে হল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অদৃশ্য হাত রেখেছেন এই লেখকের মাথায়, প্রতিবেশিনী লীলা মজুমদার যেন অসুস্থতা থেকে উঠে এসে তাঁর পিঠে রেখেছেন আরেকটি হাত। নইলে ছড়ায় রূপকথায় গল্পে অসামান্য মনোরম কল্পনায় এবং শিশুরঞ্জক এমন চমৎকার ভাষায় নিজেকে এমন মেলে ধরলেন কী করে অমরেন্দ্র? তারিখ অনুযায়ী দেখছি ১৯৯১-এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে বেরিয়ে গেছে তিনটি বই— 'গৌর যাযাবর' 'হরিণের সঙ্গে খেলা' আর 'পাখির খাতা'। শেষ বইটি ('আমার বনবাস') বেরিয়েছে গত জানুয়ারির বইমেলায়। লেখা বেশ কিছু আগের, পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল ধারাবাহিক হিসেবে। তখন তো দেখা হয়নি, কিন্তু এখন পড়ে মনে হল, পনেরো-ষোল বছর পরেও এ লেখাগুলি ঝকঝকে তাজা রয়েছে।

'হরিণের সঙ্গে খেলা' (যুগান্তর, ১৯৮০) চমৎকার ইচ্ছাপূরক গল্প, ধাঁচটি রূপকথার। কুশ নামে একটি ছেলের বুন্যা নামে একটি হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেই গভীর বন্ধুত্বের সূত্র ধরে কুশের হারিয়ে যাওয়া (আসলে অত্যাচারী রাজার সৈন্যদের হাতে বেগার খাটার জন্য বন্দী) বাবা-মার উদ্ধার, হরিণবাহিনীর হাতে রাজার সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ পরাজয়— এই হল গল্প। আসল গল্পটায় যদি ওই রোমহর্ষক যুদ্ধটুদ্ধ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন অমরেন্দ্র, তাহলে তা খানিকটা মামুলি হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর ঝোঁক সেদিকে ছিল না, বরং তিনি অনেক বিস্তারিত করে, খুব মমতা দিয়ে বলেছেন মানুষ আর পশুর বন্ধুত্বের কথা, মানুষের দয়ামায়া-বেদনার কথা। আর, রাজাকে হারিয়ে দেওয়ার পর রাজা-হওয়ার-ইচ্ছে-ছুঁড়ে-ফেলে দেওয়া কুশ আর বুন্যার আনন্দময় খেলা আর বন্ধুত্বের আরও বেশি খবর। ওইখানে গল্পটি হয়ে উঠেছে এক মানবিক আলেখ্য, নিছক ভালো গরিব আর দুষ্টু রাজার লড়াইয়ের গল্প থাকেনি।

আমি 'গৌর যাযাবর' আর 'পাখির খাতা'— এ দুটির মধ্যে কোনটিকে সবচেয়ে ভালো বলব, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় থাকি। দুটিই অসাধারণ। প্রথমটিতে এক বাউন্ডুলে গান-গেয়ে-ঘুরে-বেড়ানো রাখালের গল্প, ঠিক ইচ্ছাপূরক নয়, যদিও তার শেষে গৌর বলছে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, লেখাপড়াও শুরু করবে। সাহাদের গরু চরায় গৌর, তাদের মধ্যে একটি গরু বুধা তার বন্ধু। একদিন সন্ধে পেরিয়ে গেল। গরু গোয়ালে তোলা হল না, ফলে বেদম মার খাওয়ার সুলভ সম্ভাবনা দেখে গৌর সাহাবাবুদের আশ্রয় ছাড়ল। তারপর শুরু হল তার বিচিত্র মানব-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক মহৎ যাত্রা। বদরাগী বাপ স্নেহশীলা মা আর দুই কমবেশি বিচ্ছু ছেলের বাড়িতে প্রথমে, তারপরে সাপে-কাটা মৃতের ভেলায়

'শবদেহে'র সঙ্গী হওয়া এবং শবের বেঁচে-ওঠা, এবং সেখানে জল-পুলিসবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তারপরে দিল্লি রোডের ধারে এক জঙ্গলে দুই পকেটমার ভাইয়ের সঙ্গে দু-দিন, শেষে এক উদাসী পাগল যুবককে সুস্থতায় ফিরিয়ে আনা— গৌর যেন মার্ক টোয়েইনের সেই চরিত্রের মতো সবার ভালো দেখে, সবার ভালো করে। স্পর্শমণি যেন সে— মানুষকে সোনা করতে করতে এগিয়ে যায়। অমরেন্দ্র গরিব গ্রামীণ জীবনকে বড় ভালো চেনেন, বড় গভীর বেদনা নিয়ে তাদের কথা বলেন, ফলে মাঝে মাঝেই গুরুগম্ভীর প্রবীণ পাঠকও গৌরের গল্পে বুকের মধ্যে হু-হু করা এক দুঃখ, চোখের পাতা ভারি হওয়ার বোধ এড়াতে পারেন না।

'পাখির খাতা' — আবার গল্প ছেড়ে অমরেন্দ্র চলে আসেন ছোট ছোট ছবিতে - পাখিদের ঘরসংসারে ঢুকে পড়ে তাদের মুখের ভাষাটিকে পর্যন্ত তুলে আনেন তিনি। পাখিদের ভাষায় 'সাকট্টম' যে আসলে 'স্বাগতম', 'ছার্চোপ্পর' যে 'স্বার্থপর', 'টানমন্থার' যে 'ডায়মন্ডহারবার' তা অমরেন্দ্রর দোভাষিতা ছাড়া আমরা কি জানতে পারতাম? পরিযায়ী পাখিরা তাঁকে খবর দেয় যে তাদের 'জন্মট্রান উজবেকিট্রান' আর শান্তিনিকেতনের পাখিরা তাঁকে গান শোনায় 'অমানডের শান্টিনিটিন'। অমরেন্দ্র আমাদের সেই অলৌকিক সময়ে নিয়ে যান যখন মানুষ আর পশুপাখি সকলে এক বন্ধুত্বের সূত্রে গাঁথা ছিল। যখন সকলে সকলের ভাষা বুঝত। এমন বই বাংলায় তো আর লেখাই হয়নি।

'তালগাছের ডোঙা' আর 'আমার বনবাস' ছড়ার বই। প্রথমটিতে আছে আলাদা-আলাদা ছড়া, দ্বিতীয়টিতে একটানা ভ্রমণের ছড়া। যাঁরা 'হীরু ডাকাত' পড়ছেন তাঁরা সকলেই জানেন ছড়ার ছন্দ অমরেন্দ্রর হাতে কীরকম নেচে চলে, সেই 'হীরু ডাকাত'কেও একটি ছড়ায় পাওয়া যাবে প্রথম বইটিতে। এখানেও আছে নানা পশু-পাখি বৃক্ষ-লতার কথা, নদীর কথা। উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাবে না ভেবে উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে হচ্ছে। 'আমার বনবাস'-এ বিশেষ করে আছে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার ডাক, বাংলার বনে-পাহাড়ে বেড়িয়ে আসার ডাক। এতেও আছে অনেক মানুষ আর ঘটনার ছবি। ছত্রে ছত্রে দেশের গরিব মানুষ ও শিশুদের জন্য তাঁর দুঃখ ঝরে পড়ে।

সবকটি বই ঝকঝকে চমৎকার ছাপা, আর ছবি এঁকেছেন দেবব্রত ঘোষ, দেবাশিস দেব আর যুধাজিৎ সেনগুপ্তের মতো শিল্পীরা। চারপাশের সিনেমা-টেলিভিশন-খবরের কাগজের খুনজখম দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝগড়াঝাঁটির বাতাবরণে অমরেন্দ্রর এই বইগুলি আমাদের সন্তানদের চারদিকে ভালোবাসার এক দুর্গ তৈরি করবে, এ আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস। এ বইগুলির লেখককে আমি এখনকার এক বরণীয় শিশু-সাহিত্যিক বলে মনে করি।

সৌজন্য: আজকাল। প্রকাশ: ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

লেখক পরিচিতি

ভাষাতাত্ত্বিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও সাহিত্যিক